স্বপ্নজয়ের মেট্রোরেল

বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ যানজট কমাবে মেট্রোরেল

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পরপর Strategic Transport Plan (STP) তে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে। তন্মধ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত গত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়।

২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে পরিবহন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ধারা বেগবান হয়। গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিধিও বৃদ্ধি করা হয়। ঢাকার চারিদিকে নতুন নতুন উপ-শহর সৃষ্টি হতে থাকে যেমন: পূর্বাচল, ঝিলমিল ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে বর্ধিত Urban Transport এর চাহিদা ও পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক একটি প্রকল্পের আওতায় STP হালনাগাদ ও সংশোধন করে ২০১৫-২০৩৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা Revised Strategic Transport Plan (RSTP) প্রণয়ন করা হয়। RSTP তে ৫টি ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। এইগুলো হল: MRT Line-1, MRT Line-2, MRT Line-4, MRT Line-5 এবং MRT Line-6.

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শিরোনামে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ RSTP ২০১৫-২০৩৫ এর সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় ৬(ছয়)টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহে এর প্রতিফলন করা হয়।

বাংলাদেশের গর্ব ও আকাঙ্খার প্রতীক MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** জনসম্মুখে উদ্বোধন করবেন। ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য আজ স্বপ্ন পূরণের দিন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সুদক্ষ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে দেশ এগিয়ে চলেছে দূর্বার। তাঁর প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া অতি পুরাতন জনবহুল ঢাকা মহানগরীতে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না। **শেখ হাসিনার অর্জন, গণপরিবহনে মেট্রোরেল সংযোজন।**

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৩ পৌষ ১৪২৯
২৮ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি অনন্য মাইলফলক। আমি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মেট্রোরেল উদ্বোধনের মাধ্যমে জনবান্ধব সরকারের আরেকটি সাফল্য অর্জিত হলো।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যমন্ডিত জনবহুল মহানগরী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলার যানজট নিরসনে দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময় সাশ্রয়ী, বিদ্যুতচালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন সরকারের একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। মেট্রোরেলের যাত্রা ঢাকা মহানগরীর যাতায়াত ব্যবস্থায় ভিন্ন মাত্রা ও গতি যোগ করবে। নগরবাসীর কর্মঘন্টা সাশ্রয় হবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর আওতাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) ০৬টি মেট্রোরেল লাইন সমন্বয়ে ঢাকা মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী ও সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। সরকারের বিচক্ষণতা, সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং সাহসী নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখ্যার ঢাকা মহানগরীতে সুষ্ঠুভাবে মেট্রোরেল নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অনেক বাঁধা-বিপত্তি এবং নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) মহামারি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষতিকর প্রভাব জয় করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে MRT line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা (উত্তর) থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন সরকার, ঢাকা মহানগরবাসী ও অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ফসল। আমি আশা করি, মেট্রোরেল চালুর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী তথা দেশের যোগাযোগ ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এর সুফল পাওয়া যাবে।

বিজয়ের মাসে মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধন জাতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য উপহার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশের বাস্তবায়ন হবে - আমি এই প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ পৌষ ১৪২৯
২৮ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

বাংলাদেশের গর্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মেট্রোরেল বাংলাদেশের নগর গণপরিবহন ব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক। Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন ঢাকা মহানগরবাসীর বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন। MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে আজ মহানগরবাসীর সেই স্বপ্ন পূরণ হল। মেট্রোরেল উদ্বোধনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের উন্নয়ন যাত্রার সূচনা করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৬(ছয়)টি মেট্রোরেল লাইন সমন্বয়ে বর্তমান সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর আওতায় ৪(চার)টি মেট্রোরেল লাইনের নির্মাণ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ২(দুই)টি মেট্রোরেল লাইন নির্মাণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। আগামী মাসেই বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

সবার জন্য মেট্রোরেল- এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা মেট্রোরেলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উন্নত বিশ্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেট্রোরেলে মহিলা যাত্রীগণের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কোচ রাখা হয়েছে।

২০১৬ সালের ০১ জুলাই গুলশান হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োগান্তক ঘটনায় MRT Line-1 এবং MRT Line-5 এ কর্মরত ০৭ (সাত) জন জাপানী পরামর্শক জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের স্মরণে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের যৌথ উদ্যোগে আমরা উত্তরা দিয়াবাড়িস্থ মেট্রোরেল প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্রে স্মৃতিস্মারক স্থাপন করেছি, যা পরবর্তিতে MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route এর নতুন বাজার আন্তঃলাইন সংযোগ স্টেশনে স্থানান্তর করা হবে। আমি তাঁদের পরিবারের সদস্যগণকে আন্তরিক সমবেদনা এবং জীবন উৎসর্গকারীদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ঢাকা মহানগরবাসী ও অংশীজনের সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতীত মেট্রোরেল নির্মাণ একটি দুরূহ কাজ ছিল। একটি সুন্দর মহানগরী বিনির্মাণে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (COVID-19) বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন আওয়ামী লীগ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা, টিম ডিএমটিসিএল, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের একীভূত প্রচেষ্টার ফসল। আগামী প্রজন্মের জন্য ঢাকা মহানগরীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় আমরা এগিয়ে যাবো নিরন্তর- ইনশাহআল্লাহ।

আমি মেট্রোরেলের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ পৌষ ১৪২৯
২৮ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

ঢাকা মহানগরীর উত্তরা হতে আগারগাঁও পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রোরেল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের মুকুটে যোগ হতে যাচ্ছে আরেকটি সোনালী পালক। নতুন প্রজন্মের স্বপ্নের মেট্রোরেলের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মেট্রোরেল রুট-৬ এর বাণিজ্যিক চলাচল উদ্বোধনের শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির রোলমডেল, সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি।

২০১৬ সালের ২৬ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রোরেল লাইন-৬ বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। পরিকল্পনায় ২০২৪ সালের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই মেট্রোরেল চালু হতে যাচ্ছে উত্তরা হতে আগারগাঁও পর্যন্ত। এ রুটের মতিঝিল পর্যন্ত অংশ আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ এ চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতাংশের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আগামী জুন ২০২৫ মাসে এই অংশ চালুর পরিকল্পনা আছে।

ঢাকা মহানগরীতে যানজট এখন নিদারুন বাস্তবতা। পথিমধ্যে নগরবাসীর নষ্ট হচ্ছে কর্মঘন্টা। এই পরিস্থিতিতে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে দ্রুতগামী, সময় সাশ্রয়ী ও প্রতিদিন ৫ লক্ষ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম মেট্রোরেল লাইন- ৬ নগর গণপরিবহন ব্যবস্থায় সংযোজন জনজীবনে স্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে। মেট্রোরেল অল্প সময়ে অধিক সংখ্যায় যাত্রী পরিবহন করে বিধায় ছোট ছোট যানবাহন বহুল সংখ্যায় কমে জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করবে। মেট্রোরেল সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত বিধায় বায়ু দূষণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এতে বাসযোগ্য শহরের সূচকে ঢাকা মহানগরীর অবস্থানের উন্নতি হবে বলে আমরা মনে করছি।

নগর গণপরিবহনে মেট্রোরেল সংযোজন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জন। এই সংযোজন ঢাকা মহানগরবাসী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চিরকাল স্মরণে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। শত প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নির্ধারিত সময়ের আগে মেট্রোরেল চালু করতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাপানের সরকার ও জনগণসহ সকল অংশিজনকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি গুলশান হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টের অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োগান্তক ঘটনায় এমআরটি লাইন-১ এবং লাইন-৫ এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাত জন জাপানী পরামর্শককে।

মেট্রোরেল জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের সুরক্ষা ও সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রাখা আমার-আপনার সকলের দায়িত্ব। মেট্রোরেল চালু ঢাকা মহানগরীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। ঢাকা মহনগরী তথা দেশের প্রবৃদ্ধিতে রাখবে ইতিবাচক অবদান।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথ আরো একধাপ এগিয়ে দিল মেট্রোরেল। গণপরিবহনে মেট্রোরেল সংযোজন নগরবাসীর প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে বইয়ে দিবে প্রশান্তির সুবাতাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

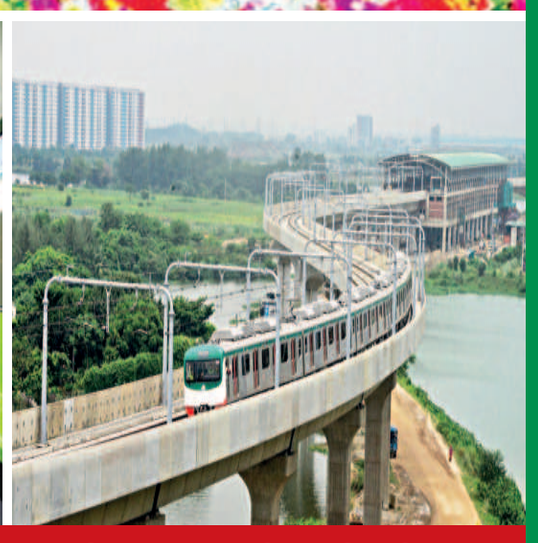

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশনা: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায়: তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), অঙ্গসজ্জায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)।